ইতিহাস অনার্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

5th সেমিস্টার /CC--5

প্রশ্ন:-- চোলদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানো লেখ। (১০)

উত্তর---গুপ্তোওর তথা আদি মধ্যযুগে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণাংশে দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল চোলরা। সুদূর দক্ষিণের তামিল অঞ্চল বিশেষত তুঙ্গ ভদ্রা নদীর দক্ষিণাঞ্চলকে কেন্দ্র করে মূলত চোলদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক নীলকন্ঠ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন---"-চোল রাজ বংশের উত্থান দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।"

অশোকের লেখমালখয়, পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি নামক গ্রন্থ, টলেমির ভূগোল এবং মহাবংশ নামক গ্রন্থে চোলদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে চোল রাজ কারিকল পেনার ও ভেলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চোল শাসনের সূচনা করেন।

আদি মধ্যযুগের চোল রাজাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে তার মূলে চোল রাজাদের সাংগঠনিক প্রতিবার দিকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চোল রাজা রাজ রাজ এবং কুলোঙ্গের শাসনের অন্তর্বর্তীকালে চোল প্রশাসনিক কাঠামো একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।শতাধিক বছরের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চোল শাসন কাঠামো সুসংগত রূপ নিতে সক্ষম হয়।

চোলদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের মূলত সমকালীন কিছু লেখ মালার উপর নির্ভর করতে হয়। চৈনিক পরিব্রাজক চো--গুয়ার বিবরনি এক্ষেত্রে আমাদের কিছু আভাস দেয়। চোল রাজাদের প্রশস্তি ও সঙ্গম সাহিত্য থেকে অস্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

চোল শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম একক ছিল গ্রাম। এই শাসন ব্যবস্থায় গ্রামগুলির শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ছিল অভূতপূর্ব। চোল রাজ কর্মচারীরা গ্রামীণ শাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করতেন না।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন শাসন ব্যবস্থা চোল শাসকদের আলাদা পরিচয় এনে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন---"উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তামিলনাদে যে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তার মূলে হয়তো রয়েছে চোলদের গ্রাম শাসন পদ্ধতি।"একইভাবে ঐতিহাসিক নীলকন্ঠ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-----"The most striking feature of the chola period was the unusual vigour and efficiency that characterised functioning of the autonomous rural institutions."

চোল আমলে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল গ্রামবাসীকে স্বনির্ভর, করে তোলা। এযুগের গ্রামগুলি ছিল স্বাধীনতা ও স্বয়ং শাসিত। প্রথম পরান্তকের ৯১৯ ও ৯২১ খ্রিস্টাব্দের উত্তর মেরুর লেখ দুটি এব্যাপারে বিশেষ তথ্য প্রদান করে থাকে।

উন্নত গ্রাম গঠন করার লক্ষ্যে চুল শাসকেরা একটি গ্রাম পরিষদ গঠন করে তার হাতে গ্রামের সম্পূর্ণ শাসন দায়িত্ব অর্পণ করেন। মূল সমিতি ছড়াও অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠী এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগ বা কাজের তত্ত্বাবধান করত। গোষ্ঠীর সদস্যরাই মূল পরিষদের সদস্য হতেন। কলে পরিষদের সাথে গোষ্ঠী সংগঠনের সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড় গ্রামগুলিতে সুশাসনের প্রয়োজনে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকতো । গ্রামগুলি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত ছিল। একেকটি পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী মানুষ নিজ নিজে গোষ্ঠী গঠন করত। এই গোষ্ঠী গুলি হল----সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গ্রামের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি।

যে সমস্ত পরিষদ গঠিত হতো তা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা ---ঊর,সভা,নগরম। দেখা যায় যে যে সমস্ত গ্রামবাসী অর্থ দান করে তাদের গঠিত সমিতির নাম ছিল ঊর। আবার ব্রাহ্মণদের দান করা ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত পরিষদের নাম ছিল সভা। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য বণিকদের নিয়ে গঠিত হত নগরম। সাধারণ পরিষদে স্থানীয় অধিবাসীরাই সদস্য হতে পারত।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল সমিতির কাজকর্ম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হত। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক করদাতা ঊরের সদস্য হতে পারতেন, তবে ঊর এর কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবীনদেরই প্রাধান্য ছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রবীণরা কার্যকরী সমিতি গঠন করতেন। স্থায়ী সমিতি ছাড়াও চোল আমলে বহু অস্থায়ী সমিতি ছিল।

চিঙ্গেলপুট জেলার উত্তরা মেরুর গ্রামে দুটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় উত্তর মেরুর এই গ্রামটি ছিল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। এও জানা গেছে যে, গ্রামটি গড়ে উঠেছিল তিরিশটি পাড়াকে কেন্দ্র করে। পাড়া গুলি পরিচিত ছিল কুডুম্ব নামে। কুডুম্ব গুলির একেকটি কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল। এই কমিটি গুলিতে যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান দেয়া হতো। প্রতিটি পাড়ার বাসিন্দারা মিলিত হয়ে লটারির দ্বারা নির্বাচনের জন্য একজন করে প্রার্থী স্থির করতেন।

নির্বাচনে নামার জন্য যোগ্যতা বিচার করা হতো কঠোরভাবে। নির্বাচন প্রার্থীকে কর দায়ী জমির 25 শতাংশের বেশি মালিক হতে হতো । এছাড়া তার নিজস্ব বাসগৃহ থাকা দরকার ছিল এবং বয়স হতে হতো। এছাড়া নির্বাচনে লড়াই করার জন্য বয়স হতে হতো 35 বছরের বেশি কিন্তু 70 বছরের কম। এছাড়া প্রার্থীর শাস্ত্র জ্ঞান কে বিশেষ গুণ বলে উল্লেখ করা হতো। পাশাপাশি এও বলা হয়েছিল যে যদি কোনো প্রার্থীর উল্লিখিত পরিমাণ জমি না থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই যেকোন বেদ এবং চারটি ভাষ্যের মধ্যে অন্তত একটি ভাষ্য সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হতো। সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচনী লড়াই করার জন্য প্রার্থীর নৈতিক চরিত্র স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। যেমন যিনি অনাচারে লিপ্ত হয়েছেন তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। অনাচার হিসেবে বলা হয়েছিল, ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচারীতা ও অপরাধীর সঙ্গে সংযোগ রাখেন যিনি তিনি তো বটেই এমনকি তার নিকট আত্মীয়রাও নির্বাচনের প্রার্থী হতে পারতেন না।ণ

এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নাম কাগজে লিখে একটি পাত্রে রাখা হতো। চোল শাসন ব্যবস্থায় নানান ধরনের সমিতি ছিল যেমন -উদ্যান সমিতি ও পুষ্করিণী সমিতি, ন্যায় রক্ষা সমিতি ইত্যাদি।

চোল শাসন ব্যবস্থায় সভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভা মহাসভা নামে পরিচিত ছিল। মহাসভার কাজ ছিল উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ, জমির জরিপ এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ। এছাড়া পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষি এলাকা বাড়ানোর দায়িত্বও পালন করত। কোন বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সভা আলাদা খাজনা আদায় করতে পারত। যেমন পুষ্করনী খনন, নতুন রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি।

চোল আমলে আঞ্চলিক শাসনতান্ত্রিক বিভাগ হিসেবে যে নাড়ুর উল্লেখ আছে তার নিজস্ব সভা ছিল। একে বলা হতো নাত্তার। সম্ভবত নাড়ুরঅন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে নাত্তার গঠিত হতো। বিচার ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজে এই প্রতিষ্ঠান সভা কে সাহায্য করতো।

ব্রাহ্মণদের সভা বা মহাসভার কাজ সম্পাদিত হতো কতগুলি সমিতির দ্বারা। যেগুলি লেখমালায় বারিয়াম নামে উল্লেখিত হয়েছে। বারিয়াম গুলি যে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতো তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে উত্তর মেরুর গ্রামের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লেখতে। এর থেকে পাঁচটি সমিতির কথা জানা যায়। এগুলি হল যথাক্রমে (১)টোল্ল বারিয়াম (২) এরি বারিয়াম (৩) পঞ্চমবার বারিয়াম (৪) পোন বারিয়াম (৫) সম্বৎসর বারিয়াম। প্রতিটি সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ছয়জন করে।

চোল যুগে নগরম নামে আরেকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। সাধারণভাবে এটি ছিল ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘ। অধিকাংশ শহরে এগুলির অস্তিত্ব ছিল।বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল নগরমের প্রধান কাজ।

চোল যুগে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে দুজন কর্মচারী নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলেন মধ্যস্থ ও করণত্তার। সম্ভবত মধ্যস্থ ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও পরিদর্শক। আর করণত্তার ছিলেন হিসাব পরীক্ষক।

চোলদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ঐতিহাসিক নীলকন্ঠ শাস্ত্রী, টি মহালিঙ্গাম, ডিএন ঝা , আর চম্পক লক্ষী প্রমূখ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কে স্বাধীনতার মোড়কে কেন্দ্রীয সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। অপরদিকে ঐতিহাসিক বাটন স্টাইন, জর্জ স্পেন্সার প্রমূখ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে চোল রাজ্য ছিল খন্ডিত রাষ্ট্র। যার প্রান্তিক এলাকা ছিল স্বাধীন শাসিত। ঐতিহাসিক স্টেইন মনে করেন গ্রামাঞ্চলের মূল ক্ষমতার উৎস ছিল নাড়ু ও সভা। তবে এক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু বিতর্ক যাই থাক এটা ঠিক যে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে চোলরা নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

Answer is contributed by: পার্থপ্রতিম পাত্র, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ